দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 11 APR 1994
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৫

৫৪

শিক্ষা কর্মসূচীর গম আত্মসাতের ঘটনা ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা

বরিশাল অফিস ॥ বাউফল থানার চরওয়াডেল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে খাদ্যের জন্য শিক্ষা কর্মসূচীর গম আত্মসাৎ ও কার্ডধারীদের নিকট হইতে প্রতিমাসে দশ টাকা হারে চাঁদা আদায়ের অভিযোগ পাওয়া গিয়াছে। নাজিরপুর ইউ,পি চেয়ারম্যান জলিল তালুকদার বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও সম্পাদকের বিরুদ্ধে

(৭ম পৃ: দ্র:)

শিক্ষা কর্মসূচীর

(৩য় পৃ: পর)

গত ২৪শে ফেব্রুয়ারী এই অভিযোগ লিখিতভাবে বিভিন্ন মহলে জানান। টিএনও অভিযোগ পাওয়ার পর সহকারী কমিশনারকে (ভূমি) উহা তদন্তের নির্দেশ দেন। তদন্তকারী কর্মকর্তা অভিযোগের সত্যতা যাচাই করিয়া সাক্ষ্য প্রমাণ গ্রহণ শেষে ৫ই মার্চ সভাপতির বিরুদ্ধে রিপোর্ট দাখিল করেন। রিপোর্টে বলা হয়, দুঃস্থ শিশুদের অভিভাবকদের ১৫ কেজি গমের বদলে ১৩ কেজি গম দেওয়া হইয়াছে এবং কার্ডপ্রতি ১০ টাকা চাঁদা আদায় করা হইয়াছে। এই রিপোর্ট এখন পর্যন্ত ফাইলবন্দী রহিয়াছে। এখনও আত্মসাৎকারীর বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয় নাই।

২৪শে মার্চ এই ঘটনা সম্পর্কে থানা শিক্ষা কমিটিতে আলোচনা হইয়াছে বলিয়া আমাদের বাউফল সংবাদদাতা এক রিপোর্ট প্রেরণ করেন। তিনি ঐ সভায় উপস্থিত ছিলেন।

৩০শে মার্চ ইত্তেফাকের প্রথম পাতায় অভিযোগ গুরুতর এই শিরোনামে সংবাদটি ছাপা হয়। প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয় উহার তদন্তের নির্দেশ দেন। তদন্ত শুরু হইলে টিএনও এবং থানা শিক্ষা অফিসার ঐদিনের সভায় এইরূপ কোন আলোচনা হয় নাই এবং ঐ থানায় এই কর্মসূচীতে কোন অনিয়ম নাই বলিয়া ৪ দিন পর এক প্রতিবাদপত্রে জানান। প্রাইমারী শিক্ষা বিভাগের উপ-পরিচালক তদন্ত শেষে ঐ সংবাদ মিথ্যা ও দুর্নীতির কোন আলামত পান নাই বলিয়া তড়িঘড়ি করিয়া উর্ধতন মহলে রিপোর্ট পাঠান। দুর্নীতি প্রমাণিত হওয়ার পরও টিএনও কোন ব্যবস্থা নেন নাই। এই ব্যাপারে তাহার বক্তব্য গত শনিবার চাওয়া হইলে তিনি জানান, শিক্ষকের বিরুদ্ধে অভিযোগ নাই। কমিটির সভাপতির বিরুদ্ধে অভিযোগ। ব্যবস্থা নেওয়া হইবে।